বিবেকানন্দের মতে বিশ্বজনীন ধর্মের একটি নীতি বাক্য হল গ্রহণ (acceptance)। গ্রহণ ঠিক সহিষ্ণুতা নয়। সহিষ্ণুতার নঞর্থক তাৎপর্য আছে এবং তা হল কোনোকিছু যথার্থ না হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুমোদন করা। বিবেকানন্দ যে গ্রহণের কথা বলেছেন তা সদর্থক। এই কারণে তিনি বলেন যে তিনি যে কোনো ব্যক্তি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে কোনো ধর্মের পূজার্চনা করতে পারেন। তিনি বলেন যে তিনি মন্দির, বা মস্‌জিদ, বা চার্চ বা এরূপ যে কোনো স্থানে প্রবেশ করতে পারেন এবং তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করতে পারেন। বিশ্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি হবেন উদার মনোভাবাপন্ন ও মুক্ত হৃদয়সম্পন্ন। তিনি সকল ধর্মের শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন এবং অনাগত পরিণতির জন্য হৃদয়কে মুক্ত রাখবেন।

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেকানন্দ অন্তত একটি এমন উপাদান বা দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন যা সাধারণভাবে সকল ধর্মের মধ্যে সাধারণ (common)। যা পরিণামে বিশ্বজনীন ধর্মের সারসত্তাকেও তুলে ধরে। ঐ সাধারণ বিষয়টি হল ঈশ্বর। এমনকি যে বিষয়গুলি আপাত স্বতন্ত্র, কোনো বিশেষ অর্থে সেগুলি সদৃশও হতে পারে। পুরুষ ও নারী স্বতন্ত্র, কিন্তু মানুষ হিসাবে সমগোত্রীয়। প্রাণী হিসাবে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সবই এক। এইভাবে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন দিকের কথা বলা হয়, তথাপি সেগুলি সবই এক। বিবেকানন্দের মতে, এরূপ সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই এক। এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ঈশ্বর ব্যক্তিগত কল্যাণকর ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হতে পারে, বা একে 'সার্বিক অস্তিত্ব' বলে বর্ণনা করা যেতে পারে, আবার 'বিশ্বের পরম ঐক্য'রূপেও বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রতিটি ধর্ম সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে এই ঐক্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধির জন্য কঠোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, এটাই হল বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ (ideal)।

বিশ্বজনীন ধর্মের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি সর্বজনগ্রাহ্য। এটি মানবজাতির সর্বাধিক সম্ভাব্য মানুষের কাছে গ্রহণীয় এবং তাই, এটি সকল প্রকার মানব মনেরই খোরাক জোগাতে পারে। সুতরাং, বিবেকানন্দ বলেন যে আদর্শ ধর্ম অবশ্যই তার সকল দিক যেমন—দর্শন, আবেগ, কর্মানুষ্ঠান ও রহস্যবাদের মধ্যে ঐকতান বজায় রাখে। 'যাকে ভারতবর্ষে আমরা যোগ/মিলন বলি, সেই যোগের দ্বারা এই ধর্মকে লাভ করা যায়। কর্মযোগীর কাছে এটি হল মানুষের সঙ্গে সমগ্র মানবতার মেলবন্ধন, অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে এটি হল জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মেলবন্ধন, ভক্তের কাছে ভক্তের নিজের সঙ্গে ভক্তি-দেবতার মেলবন্ধন এবং দার্শনিকের কাছে সত্তাবান সকলকিছুর মেলবন্ধন। এটাই 'যোগ' শব্দের অর্থ।' যোগের লক্ষ্য হল মিলন, একত্বের উপলব্ধি। বিবেকানন্দ বলেন, 'ধর্ম হল উপলব্ধি, কোন আলোচনা বা মতবাদ বা তত্ত্বসমূহ নয়। এটা হল সত্তা ও তার ভবন (becoming) বা হওয়া, কোন শ্রবণ বা স্বীকৃতি (acknowledgement) নয়। এটা হল সমগ্র আত্মার বিশ্বস্ত বিষয়ে পরিবর্তিত হওয়া।'

Scanned with CamScanner